

নগরকান্দায় চাঁদহাট সরকারি স্কুল মাঠে চলে ক্লাস

রোদ ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে
খোলা আকাশের নিচে
ক্লাস করতে শিক্ষার্থীরা
হিমশিম খাচ্ছে।
শিক্ষার্থীরা জানায়,
গতবছর বৃষ্টির দিনে ক্লাস
করতে গিয়ে অনেকেরই
বই-খাতা বৃষ্টিতে ভিজে
নষ্ট হয়ে গেছে।

■ নগরকান্দা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা...
নগরকান্দা-উপজেলার চরযশোরদী ইউনিয়নের চাঁদহাট
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল দেখা দেয়ার পর
থেকে শ্রেণিকক্ষের অভাবে অস্থায়ী ছোট টিমের মূর ও
পাছতলায় চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। দোতলা ভবনের
নিচতলায় ফাটল দেখা দেয়ায় ৩ বছর আগে ভবনটি
পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে
বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুলের ভবন নির্মাণে দ্রুত সমাধানের জন্য
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন শিক্ষক,
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

২০০৬ সালে গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
পূর্বে নির্মিত একতলার ওপর দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়।
পুরানো ভবনের ওপর নতুন ভবন করায় নিচতলায় দেয়ালে
ব্যাপক ফাটল দেখা দেয়। ফলে বিদ্যালয়ের ভবনটি
পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। প্রচণ্ড রোদ ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে
খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে শিক্ষার্থীরা হিমশিম
খাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, গতবছর বৃষ্টির দিনে ক্লাস করতে
গিয়ে অনেকেরই বই-খাতা বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

ফলে বৃষ্টিতে স্কুল ড্রেস ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা, কাশি, জ্বরসহ নানা
রোগে অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন ক্লাস করতে পারেনি তারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারজানা খন্দকার জানান,
চরম ভোগান্তির মধ্যেই শিক্ষকদের পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের
পাঠ গ্রহণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। স্কুলে অনুকূল পরিবেশ না
থাকলেও সব কষ্ট, সব বাধা উপেক্ষা করে এ বিদ্যালয়ে
৩৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এ বছর সমাপনীতে
৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫সহ শতভাগ শিক্ষার্থী পাস
করেছে। বিদ্যালয়ের সভাপতি আবুল কাশেম বলেন,
বিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল দেখার পর আমরা সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষকে জানালে ভবনটি কৃকিপূর্ণ হওয়ায় ক্লাস নিতে
নিষেধ করলেও অদ্যাবধি তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা
নেয়নি। কৃকিপূর্ণ ভবনেই বেশ কিছুদিন ক্লাস নেয়া হলেও
বর্তমানে অস্থায়ীভাবে ছোট একটি টিনের ঘরে ও পাছতলায়
ক্লাসের কার্যক্রম চলছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল
ইসলাম বলেন, চাঁদহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি
ভবন নির্মাণে সুপারিশ করা হয়েছে। তালিকায়ও নাম
রয়েছে। বরাদ্দ আসলেই কাজ শুরু হবে।